দৈনিক ইত্তেফাক

27

তারিখ ... ... JAN 20 2000
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

সিলেটে দুইদিনের হরতাল পালিত ॥ বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ প্রহরা অব্যাহত

সিলেট অফিস ॥ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবন ও হলের নামকরণের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবীতে সিলেটে দুইদিনব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা হরতাল শান্তিপূর্ণভাবে গতকাল (বুধবার) সমাপ্ত হইয়াছে। হরতাল চলাকালে কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই। ছাত্র ধর্মঘট ও হরতালের কারণে গতকালও (২য় পৃষ্ঠায় ৫-এর কঃ দ্রঃ)

সিলেটে হরতাল

(প্রথম পৃঃ পর)

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগের সেমিস্টার ও মাস্টার্সের নির্ধারিত ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে, ক্যাম্পাসে ও হল এলাকায় কড়া পুলিশ প্রহরা মোতায়েন অব্যাহত আছে।

এদিকে, মুক্তিযোদ্ধা-জনতা মঞ্চ নামকরণ বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানাইয়াছে। নামকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত বিএনপি, জাতীয় পার্টি (এরশাদ), জামায়াতে ইসলামী ও খেলাফত মজলিসসহ সমমনা আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ আহূত হরতালের দ্বিতীয় দিনে গতকালও সিলেট শহরে সকল দোকানপাট, ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র, ব্যাংক, বীমা, ডাকঘর, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। সিলেটের সহিত রাজধানী ঢাকাসহ সকল দূরপাল্লা ও আন্তঃজেলা, থানা সড়ক রুটেও যানবাহন চলাচল করে নাই। তবে রেল ও বিমান চলাচল স্বাভাবিক ছিল।

বিকালে কোর্ট পয়েন্টে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সভায় বলা হয়, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবন ও হলের নামকরণের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করিয়া হযরত শাহজালালের (রঃ) সঙ্গীয় আউলিয়াদের নামে নামকরণের সুস্পষ্ট ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকিবে। সভায় দুইদিনের হরতাল সর্বাত্মক সফল করিয়া তোলার জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি অভিনন্দন জানান হয় এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারী মহাসমাবেশ হইতে ঘোষিতব্য আন্দোলনের কঠিন কর্মসূচী সফল করিয়া তুলিতে প্রস্তুত থাকার জন্য আহবান জানান হয়। সভায় আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারী মহাসমাবেশ সফল করিয়া তোলার লক্ষ্যে আগামী ২৩শে জানুয়ারী সিলেট বিভাগের সকল জেলা ও থানা পর্যায়ের রাজনৈতিক সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দের সহিত সংগ্রাম পরিষদের মতবিনিময় সভা, ২৫শে জানুয়ারী সুনামগঞ্জে, ২৬শে জানুয়ারী মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলা সদরে জনসভা অনুষ্ঠানের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। সভায় অবিলম্বে পুলিশী হয়রানি বন্ধ ও গ্রেফতারকৃত নেতা-কর্মীদের মুক্তিদানের জন্য জোর দাবী জানান হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত জেলা সভাপতি এডভোকেট নূরুল হক এবং বক্তব্য রাখেন ইসলামী ঐক্যজোটের সিলেট বিভাগের সভাপতি প্রিন্সিপাল মাওলানা হাবিবুর রহমান, জামায়াতে ইসলামীর মহানগর আমীর ডাঃ শফিকুর রহমান, জাতীয় পার্টির জেলা সভাপতি এডভোকেট গিয়াসউদ্দিন আহমদ, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মহানগর সভাপতি মাষ্টার ফজলুল হক, খেলাফত মজলিসের জেলা সহ-সভাপতি রেজাউল করিম জালালী, জাগপার জেলা আহবায়ক মকসুদ হোসেন, মুসলিম লীগের জেলা সাধারণ সম্পাদক ডাঃ হাবিবুর রহমান প্রমুখ। ইহার আগে কোর্ট পয়েন্টে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও আশেকানে ৩৬০ আউলিয়ার ভক্তবৃন্দ ব্যানারে দুইটি পৃথক পৃথক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রদলের জেলা সভাপতি মিজানুর রহমান মিজানের সভাপতিত্বে ছাত্র সংগ্রামের সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

মঙ্গলবার রাতে মুক্তিযোদ্ধা ভবনে মুক্তিযোদ্ধা জনতা মঞ্চের সভায় নামকরণ বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করার আহবান জানাইয়া বলা হয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধের সেনাপতি বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানী, বাঙ্গালী জাতির গর্ব শহীদ জননী জাহানারা ইমামসহ বাঙ্গালী জাতির যে সকল শ্রেষ্ঠ সন্তান ও বরেণ্য ব্যক্তিদের নামে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবন ও হলের নামকরণ হইয়াছে তাহাদের নাম মুছিয়া ফেলার অধিকার কাহারও নাই। যে কোন মূল্যে সকল ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, সহিংসতার জাল ছিন্ন করিয়া তাহাদের নাম টিকাইয়া রাখা হইবে। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ বিরোধীদের সামাজিকভাবে নির্মূল না করা পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধা জনতা মঞ্চের আন্দোলন চলিবেই।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সিলেট ইউনিট কমান্ডার এনাম আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন মোঃ আশরাফ আলী, সৈয়দ আব্দুল হান্নান, সাইদুর রহমান, সাজ্জাদুর রহমান, আব্দুস সাত্তার চৌধুরী, আনোয়ার হোসেন গোরা, আব্দুল মান্নান, লোকমান আহমদ, মোঃ মাহমুদ হোসেন, এম,এ, মতিন, ফেরদৌস আরবী, হুমায়ুন খান, উজ্জ্বল রায়, অবলীস দাস প্রমুখ।